বিশ্ব পর্যটন দিবস, ২০১০

Tourism and Biodiversity

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

বিশেষ ক্রোড়পত্র — সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১২ আশ্বিন ১৪১৭
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০

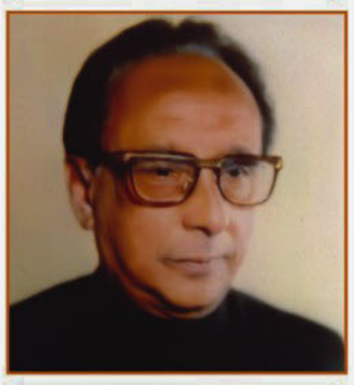

বাণী

প্রতি বছরের মত এবারও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশে "বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১০" পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

পর্যটন একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্প। এ শিল্প একদিকে যেমন বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে, তেমনিভাবে প্রকৃতিনির্ভর পর্যটন পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা এ বছরের বিশ্ব পর্যটন দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'পর্যটন ও জীববৈচিত্র্য' **(Tourism and Biodiversity)**, যা বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়নকল্পে অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। টেকসই পর্যটন উন্নয়নে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশি-বিদেশি পর্যটক এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যটন প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কর্মকাণ্ড সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি "বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১০" এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

গোলাম মোহাম্মদ কাদের
মন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আশ্বিন ১৪১৭
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০

বাণী

বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়, অর্থকরী, দ্রুত সম্প্রসারণশীল বহুমাত্রিক শিল্প হিসেবে স্বীকৃত পর্যটন শিল্পের সর্ববৃহৎ আয়োজন হচ্ছে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। বাংলাদেশে আড়ম্বরপূর্ণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এ গুরুত্ববহ দিবসটি পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিশ্ব এগিয়ে এসেছে একত্রে ২০১০-কে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বর্ষ হিসেবে পালনের অঙ্গীকার নিয়ে। তাই বিশ্ব পর্যটন সংস্থা **(UNWTO)** ২৭ সেপ্টেম্বরকে "বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১০" পালনের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, 'পর্যটন ও জীববৈচিত্র্য' **(Tourism and Biodiversity)**। এ প্রতিপাদ্য পর্যটনের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব তুলে ধরা ও এর পাশাপাশি পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে টেকসই পর্যটনের ভূমিকা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণসমূহ মূলত প্রকৃতিনির্ভর। বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ পর্যটন অধিকমাত্রায় হুমকির সম্মুখীন। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যবান্ধব পর্যটন উন্নয়নকে আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে হুমকির সম্মুখীন জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাগুলোর সুরক্ষার প্রয়োজনে 'বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন ২০১০' প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও প্রকৃতিনির্ভর পর্যটন উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষাপটে পর্যটনের টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত ভারসাম্য পূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস-এর সাফল্য এবং মূল প্রতিপাদ্য পর্যটন ও জীববৈচিত্র্যের কার্যকর অন্তর্মিলনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করি।

গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি,

পর্যটন ও জীববৈচিত্র্য
প্রেক্ষাপট-বাংলাদেশ

পর্যটন ও জীববৈচিত্র্য পরস্পর নির্ভরশীল। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চল বা দেশ, নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আধার হিসেবে পর্যটকদের আকর্ষণ করে সহজেই। বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতিনির্ভর জীববৈচিত্র্যপূর্ণ আকর্ষণকে কেন্দ্র করে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে অতিদ্রুত গতিতে এবং একে পুঁজি করেই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হচ্ছে সেসব পর্যটন আকর্ষণগুলো।

জীববৈচিত্র্য আমাদের এ সৌন্দর্যময় পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। সমগ্র বিশ্বব্যাপী তাবৎ পরিবেশবিদ ও পর্যটন গবেষক এ পৃথিবীর অস্তিত্ব সুরক্ষায় অনুকূল প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কতিপয় শিল্পোন্নত দেশের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের কুফল থেকে সুন্দর এ পৃথিবীকে সুরক্ষিত ও বাসযোগ্য করার তাগিদে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবেশবান্ধব টেকসই পর্যটন উন্নয়নকে গুরুত্ব প্রদান করা তাই জরুরী হয়ে পড়েছে।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা প্রাসঙ্গিকভাবেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মানুষের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ অনুষ্ঠেয় বিশ্ব পর্যটন দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে 'পর্যটন ও জীববৈচিত্র্য'-কে নির্ধারণ করেছে। মানুষের অপরিনামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে প্রতিনিয়ত পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটছে এবং বিনষ্ট হচ্ছে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য । জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমণ্ডলে পরিচিত। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল চালিকা শক্তি আমাদের এ জীববৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্যের কল্যাণেই আমাদের এ দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য আজও বিরাজমান আছে।

বাংলাদেশের মূল পর্যটন আকর্ষণগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, আমাদের আশি ভাগ পর্যটন আকর্ষণগুলো মূলত প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য কেন্দ্রিক। যেমন: কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, কুয়াকাটা, সিলেটের হাকালুকি, টাংগুয়া, হাইল হাওড়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটির বনাঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা, হ্রদ, শ্রীমঙ্গল অঞ্চলের লাউয়াছড়া রেইনফরেস্ট এলাকা, মাধবকুণ্ড, সুন্দরবন, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের বনভূমি অঞ্চল, সমুদ্র তটভূমিসমূহ। এসব আকর্ষণই সারাবিশ্বে বাংলাদেশকে একটি অনন্য প্রাকৃতিক ও জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম।

স্বাভাবিক নিয়মেই জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ পর্যটন আকর্ষণগুলো সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব, কেননা এগুলোতেই নিহিত আছে বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উপকরণ। বিরূপ জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বর্ধিত বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বা হবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ। সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশবান্ধব পর্যটন উন্নয়ন এ হুমকি মোকাবেলায় অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী মানুষের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে বর্তমান বর্ষকে জীববৈচিত্র্য বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এর সার্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে "Bio diversity is life! Bio diversity is our life!" "জীববৈচিত্র্য হচ্ছে জীবন! জীববৈচিত্র্যই আমাদের জীবন!" এ প্রতিপাদ্য প্রমাণ করে এর পরিধি সুবিস্তৃত এবং এর অস্তিত্ব আমাদেরই অস্তিত্ব। জীবনের মৌলিক উপাদানগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় আমাদের তাই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এক্ষেত্রে সমন্বিত ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। গবেষণায় দেখা যায় বিভিন্ন কারণে প্রতি বছর ১০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে। IUCN-এর Red list of threatened species of 2009 অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ ৪৭,৬৭৭ টি প্রজাতির মধ্যে ১২,২৯১টি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির ৪০ শতাংশ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের ৮০ শতাংশ জীবসম্পদের উপর নির্ভরশীল। জীন, প্রজাতি এবং ইকোসিস্টেমের প্রতিটি ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের কার্যকর ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। অন্যদিকে জীববৈচিত্র্যকে পুঁজি করে সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে অত্যন্ত কার্যকর। সুতরাং এ শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা মাফিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব টেকসই পর্যটন উন্নয়ন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি এ তিনটি বিষয় সমগ্র পৃথিবীকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলছে, আর এর অন্যতম প্রধান শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। এদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনসহ আঞ্চলিক পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের সবচেয়ে হুমকিগ্রস্থ হচ্ছে আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্য সনদ বা Convention of Biological Diversity-র অংশীদার হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রণীত ৪র্থ জাতীয় প্রতিবেদন "বাংলাদেশ জাতীয় জীববৈচিত্র্য মূল্যায়ন ও এ্যাকশন কর্মসূচী-২০২০" প্রকাশিত হয়েছে। সিবিডি সদস্য দেশগুলো কর্তৃক প্রণীত ও প্রেরিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিবিডি কর্তৃপক্ষ "গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি আউটলুক" এ বছরই প্রকাশ করবে। বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও হুমকিগ্রস্থ জীববৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ৯টি ফোকাল এরিয়াতে বিভক্ত করে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৭৪ টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে এর মধ্যে পর্যটনও অন্তর্ভুক্ত। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২৫,২৩৫ মিলিয়ন টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার পর্যটন শিল্পের পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে এবং হুমকির সম্মুখীন জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ পর্যটন আকর্ষণসমূহকে সুরক্ষার অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে "বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন ২০১০" প্রণয়ন করেছে, যার কার্যকর বাস্তবায়ন পর্যটন উন্নয়নের নামে অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন প্রসারকে বন্ধ করার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব পর্যটন উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে।

বাংলাদেশের পাহাড়, বন, হ্রদ, হাওড়, সমুদ্রসৈকত, দ্বীপাঞ্চল, নদী, উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত নিদর্শন, আদিবাসী সংস্কৃতিকে নিয়ে আবর্তিত পর্যটন শিল্প দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে গতিময় করতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালনে সক্ষম। World Travel & Tourism Council (WTTC) কর্তৃক ২০০৯-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থান ও মোট কর্মসংস্থানে এর প্রভাব এবং জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদানকে নিম্নরূপে দেখানো হয়েছেঃ

কর্মসংস্থানঃ
- সরাসরি (প্রত্যক্ষ)ঃ ৯.৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান যা মোট কর্মসংস্থানের ১.৫%
- পরোক্ষঃ ২৩.০ মিলিয়ন কর্মসংস্থান যা মোট কর্মসংস্থানের ৩.২%।

জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদানঃ
- সরাসরি(প্রত্যক্ষ)ঃ ১,৪৬৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপির ১.৭%
- পরোক্ষঃ ৩,৭৭৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপির ৪%।

জীববৈচিত্র্য নির্ভর বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প পরিবেশ বৈরীতার কারণে একদিকে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ তেমনিভাবে পরিবেশ বৈরীতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনে স্বীকৃত, পাশাপাশি প্রকৃতি নির্ভর সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশবান্ধব পর্যটনের টেকসই উন্নয়ন যুদ্ধজয়ী হাতিয়ার হিসেবে অগ্রগণ্য। এক্ষেত্রে আমাদের নিম্নরূপ সচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে ঃ-
- জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলে উপাত্ত সংগ্রহ ও ডাটা বেইজ প্রতিষ্ঠা।
- প্রচারমূলক উপকরণ যেমন: ব্রশিউর, লিফলেট, বুকলেট, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড ইত্যাদি তৈরী, বিতরণ ও স্থাপনের ব্যবস্থা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও এ বিষয়ে মানুষের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন।
- জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পেশায় নিয়োজিতদের বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে পর্যটন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যটন ব্যবসায় সম্পৃক্ত করা ও জীবিকার ব্যবস্থা করা।
- বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইনের বাস্তব ও কার্যকর প্রয়োগ।
- বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা।
- সমুদ্র তটবর্তী অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃজন।
- বালিয়াড়ির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে উপযুক্ত তৃণলতা রোপণ।
- পর্যটক ও পর্যটন সেবা প্রদানকারীদের জন্য পরিবেশবান্ধব পর্যটন উন্নয়নমূলক নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে সচেষ্ট করা এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ।
- স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ববোধমূলক পরিবেশবান্ধব পর্যটন সেবা সৃষ্টি করা।
- তথ্য প্রদর্শনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর ও সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালুকরণ।
- বিলুপ্ত প্রজাতির স্থানীয় ফলজ, বনজ ও ভেষজ উদ্ভিদ নার্সারী প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় জনগণকে তা রোপণে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।
- সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা ও এ ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যুত ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

পর্যটনের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিমাপযোগ্য। পৃথিবীর প্রাণ বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষণ ও এর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনে প্রতি বৎসর বহুলক্ষাধিক পর্যটক বিশ্ব ভ্রমণ করে। পর্যটন শিল্পের সমৃদ্ধি ও এর টেকসই প্রবৃদ্ধি পরিবেশবান্ধব পর্যটন উন্নয়ন এবং সংরক্ষণে পর্যাপ্ত আয়ের যোগান দিয়ে থাকে।

জীববৈচিত্র্যের সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে অর্জিত পর্যটন রাজস্বের আধিক্য প্রায়শই দেখা যায় বিশ্বের স্বল্পোন্নত অঞ্চলে বিরাজমান এবং তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। পর্যটন ও জীববৈচিত্র্যের নিবিড় সম্পর্ক স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে যা টেকসই পর্যটন উন্নয়ন নিশ্চিত করে। এ প্রেক্ষাপটেই বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১০ পর্যটন উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য সংকোচনের ক্ষেত্রে দৃঢ় সম্পর্কের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে। টেকসই পর্যটন উন্নয়ন প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা এবং জীবনের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের গুরুত্ব অনুধাবনে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অপূর্ব সুযোগের সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জীববৈচিত্র্য ও পর্যটনের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। আশা করা যায়, দিনবদলের অঙ্গীকারে উজ্জীবিত বাংলাদেশের অজেয় মানসিকতার সংগ্রামী জনগোষ্ঠী বৈরী জলবায়ু ও প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে বিজয়ী হবে এবং বিশ্ব পরিমণ্ডলে ২০২১ সাল নাগাদ সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

তথ্য সূত্রঃ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

Ahmed Abou Doma
Chief Executive Officer
banglalink

Ahmed Abou Doma

Courtesy Message

Banglalink feels responsible towards the environment and has been contributing to the development of tourism in Bangladesh along with the preservation of the country's delicate ecosystem. For the last four years we have been trying to promote tourism through our partnership with Bangladesh Parjatan Corporation and engaging ourselves with various activities such as the Traveling and Tourism Fair, International Coastal Cleanup Day, infotainment programs on TV such as 'Banglalink Banglar Pothe', sponsorships like Kuakata Shagor Utshab, Tourism Photography competitions and so on. We have actively promoted the nationwide campaign to generate votes for Cox's Bazaar in the new7wonders campaign. At the same time we have been trying to create awareness on preserving the coastal ecosystem through 'Cox's Bazaar Beach Cleaning Project' since 2006.

Banglalink will always support the efforts that portray Bangladesh in a positive image. Banglalink, as the proud partner of Bangladesh Parjatan Corporation, has been trying to provide every support possible for the development of the industry and will continue to do so. We thank BPC for giving us the opportunity and we will continue to support them to "make a difference" in tourism to achieve this goal. We believe in this country and in the bright future tourism holds for Bangladesh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আশ্বিন ১৪১৭
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১০ "বিশ্ব পর্যটন দিবস" পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার অপরিসীম গুরুত্বকে অনুধাবন করে এবারের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য **Tourism and Biodiversity** বা 'পর্যটন ও জীববৈচিত্র্য' অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

প্রকৃতিনির্ভর বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, সমাজ-সংস্কৃতি ও পর্যটন বহুলাংশে আবর্তিত হচ্ছে জীববৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশে পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ বিশ্বের দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত-কক্সবাজার, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল- সুন্দরবন, সাগরকন্যা-কুয়াকাটা, হাকালুকি ও টাংগুয়া হাওড়, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এর জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন।

প্রকৃতিনির্ভর টেকসই পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ সংরক্ষণ নিশ্চিত করে আমাদের এ অমূল্য সম্পদকে সুরক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাব থেকে প্রকৃতিকে সুরক্ষার পাশাপাশি নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে উপজীব্য করে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যবান্ধব পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে।

মানুষের জীবনচক্রে বেঁচে থাকার সকল উপকরণের অন্যতম যোগানদাতা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল নাগরিককে আমি এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

শফিক আলম মেহেদী
ভারপ্রাপ্ত সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২ আশ্বিন ১৪১৭
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০

বাণী

আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর "বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১০" উপলক্ষে জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১০-কে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বিশ্ব পর্যটন দিবসে গৃহীত সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে এ দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য সকলের নিকট পরিস্ফুট হবে।

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত-কক্সবাজার, বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল-সুন্দরবন, সাগরকন্যা-কুয়াকাটা, প্রবালদ্বীপ-সেন্টমার্টিন, হাকালুকি ও টাংগুয়া হাওড়, শ্রীমঙ্গলের চা-বাগান, ময়নামতি-পাহাড়পুর-মহাস্থানগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যসহ দেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য সরকার সম্প্রতি 'বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন-২০১০' প্রণয়ন করেছে। তাছাড়া, দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে নিবেদিত ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এ বোর্ড বাংলাদেশকে পৃথিবীর কাছে একটি নন্দিত পর্যটন-গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশ্ব পর্যটন দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

শফিক আলম মেহেদী

Bangladesh Parjatan Corporation
NATIONAL TOURISM ORGANIZATION

banglalink
An ORASCOM TELECOM Company

বাংলালিংক বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর গর্বিত সহযোগী

যেখানেই দিন বদলের চেষ্টা
সেখানেই বাংলালিংক